بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৭শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে কয়েকটি সারিয়্যা বা যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ করেন এবং পরিশেষে তিনজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন।

তাশাহহুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি আজও মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের আলোকে কয়েকটি সারিয়্যা বা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে পরিচালিত যুদ্ধাভিযানের বৃত্তান্ত বর্ণনা করবো। যায়েদ বিন হারেসা (রা.) কর্তৃক বনু জুযামের অভিযানের উল্লেখ করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন, এটি ৬ষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল আখের মাসে **হিসমার বনু জুযামের** অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল, যা মদীনা থেকে প্রায় আট রাতের দূরত্বে অবস্থিত। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, 'এই অভিযানের সময়কাল সম্পর্কে একটি অস্পষ্টতা রয়েছে, যার উল্লেখ করা আবশ্যক। ইবনে সা'দ এবং তার অনুসরণে জীবনীকার অন্যান্য আলেমরা ৬ষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল আখের মাসে এই যুদ্ধাভিযান হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে আল্লামা ইবনে কাইয়্যুম তার যাদুল মাআ'দ গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখ করে বলেন, এই অভিযানটি হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ৭ম হিজরীতে হয়েছিল। সম্ভবত ইবনে কাইয়্যুমের এই দাবির ভিত্তি হচ্ছে, এই অভিযানের কারণ ছিল **দাহইয়া কালবী রোমান সম্রাট সিজারের** সাথে সাক্ষাতের পর মদীনায় ফেরার পথে **বনু জুযাম** গোত্র তাকে পথিমধ্যে লুট করেছিল। এটা নিশ্চিত যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মহানবী (সা.) **দাহইয়া কালবী (রা.)** মারফত সিজারের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। তাই কোনো অবস্থাতেই হুদায়বিয়ার সন্ধির আগে এই ঘটনা ঘটতে পারে না। এই দলিলটি সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট ও প্রতীয়মান, তাই এর আলোকে ইবনে সা'দ-এর বর্ণনাটি অগ্রহণযোগ্য।

হুযূও (আই.) বলেন, যাহোক অধমের মতে একটি ব্যাখ্যা রয়েছে যার প্রতি আল্লামা ইবনে কাইয়্যুম মনোযোগ দেন নি আর তা হলো, সম্ভবত দাহইয়া কালবী (রা.) সিজারের সাথে একাধিকবার সাক্ষাতের জন্য সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। প্রথমবার, হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে তিনি স্বেচ্ছায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন এবং সিজারের সাথেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। দ্বিতীয়বার, হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি মহানবী (সা.)-এর চিঠি নিয়ে সেখানে যাত্রা করেন এবং মহানবী (সা.) তাঁকে দূত হিসেবে সেখানে পাঠিয়েছিলেন আর তাকে বেছে নেওয়ার কারণ হলো, তিনি ইতঃপূর্বে সিজারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এই ব্যাখ্যাটি এভাবেও সমর্থিত যে, ইবনে ইসহাক লিখেছেন, প্রথম সফরের কারণ ছিল দাহইয়া কালবী (রা.)-র ব্যবসাবাণিজ্য, কিন্তু হুদায়বিয়ার সন্ধির পরের সফরে আপাতঃদৃষ্টিতে কোনো ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল না বলে মনে হয়। তবে এটাও সম্ভব যে, দাহইয়া কালবী (রা.)-র এই সফরটি শুধুমাত্র ব্যবসার উদ্দেশ্যেই ছিল এবং ইবনে সা'দ (রা.)-র বর্ণনাকারী দ্বিতীয় সফরকে প্রথমটির সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন এবং এই বর্ণনায় সিজারের সাথে সাক্ষাৎ এবং তার উপহারের কথা উল্লেখ করেছেন। বাকি আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

এরপর আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-র একটি **সারিয়্যার বর্ণনা করবো যা ৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে দুমাতুল জান্দলের** দিকে পরিচালিত হয়েছিল। এটি মদীনা থেকে প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। 'এই অভিযানের প্রস্তুতি ও যাত্রার প্রাসঙ্গিকতার সাথে ইবনে ইসহাক আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.)-র আকর্ষণীয় বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন যে, একবার আমরা যখন

মহানবী (সা.)-এর সান্নিধ্যে বসে ছিলাম এবং সেখানে হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী এবং আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) উপস্থিত ছিলেন। এক যুবক আনসারী মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সর্বোত্তম মু'মিন কে? মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, 'যে চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম।' এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তাহলে হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু কে? মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, যে মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করে এবং তার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নেয়। তখন এই আনসারী সাহাবী নীরব হয়ে যান এবং মহানবী (সা.) আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, "হে মুহাজিরদের দল! পাঁচটি মন্দ কাজ আছে যার জন্য আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি, এর প্রাদুর্ভাব যেন আমার উম্মতের মধ্যে কখনোই না ঘটে, যে জাতিই এই বিষয়গুলোর আক্রমণের শিকার হয়েছে তারাই ধ্বংস হয়েছে।

প্রথমত, অশ্লীলতা এবং ব্যভিচার যেন এমনভাবে ছড়িয়ে না পড়ে যে, জনসমক্ষে এটি শুরু হয়ে যায় এবং এর ফলে এ সংক্রান্ত রোগ এবং মহামারিগুলো তাদের মাঝে পূর্বের লোকদের চেয়ে বেশি প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। হুযূর (আই.) বলেন, এখন তো আমরা বিশ্বের সর্বত্র এগুলোই দেখছি। মহানবী (সা.) আমাদেরকে এসব নোংরামী থেকে বেঁচে থাকতে বলেছেন। এদিকে আমাদের সবার বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, ওজন ও পরিমাপে কম দেয়া। এটি যদি কোনো জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তাদের ওপর দুর্ভিক্ষ, কষ্ট, প্রতিকূলতা এবং অত্যাচারী ও অন্যায় শাসন অবতীর্ণ হয়। হুযূর (আই.) বলেন, এদিকেও বিশেষভাবে আমাদের আহমদীদের গুরুত্বারোপ করা উচিত। বর্তমানে মুসলমানদের মাঝেও অনেক অসততা বিরাজ করছে।

তৃতীয়ত, যে জাতি যাকাত ও দান-খয়রাত প্রদানে আলস্য ও অবহেলা প্রদর্শন করেছে এর ফলস্বরূপ তাদেরকে এমন অনাবৃষ্টি সহ্য করতে হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্ তা'লা পশু এবং গবাদি পশুর প্রতি দয়ার্দ্র না হতেন তাহলে এমন জাতির প্রতি বৃষ্টিপাত স্থায়ীভাবে বন্ধ থাকতো। হুযূর (আই.) বলেন, এটি আল্লাহ্ তা'লার এক ধরনের আযাব। এই আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন। মহানবী (সা.) বলেছেন, "তোমরা আশ্রয় প্রার্থনা করো, আমিও আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকি"।

চতুর্থত, কোনো জাতি যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে তখন এর ফলস্বরূপ তাদের শত্রুদের মধ্য থেকে একটি জাতি তাদের ওপর শাসন করেছে এবং তাদের অধিকার হরণ করেছে। হুযূর (আই.) বলেন, মুসলমানদের বর্তমানে যে শোচনীয় অবস্থা, এটি প্রমাণ করে যে, তারা নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। আল্লাহ্ তা'লা দয়া করুন এবং মুসলমানদের বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত করুন।

পঞ্চমত, যখন কোনো জাতির আলেম ও বিজ্ঞরা ফতওয়া দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য শরীয়তের লংঘন করে তখন এর ফলশ্রুতিতে তাদের মাঝে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও ঝগড়া—ফ্যাসাদের সূচনা হয়েছে। হুযূর (আই.) বলেন, এটিও বর্তমানে মুসলমানদের ফেরকাবাজীতে পরিলক্ষিত হয়। মহানবী (সা.)-এর এই অনুপম শিক্ষা জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের অন্তর্নিহিত কারণগুলির একটি চমৎকার সারমর্ম। অধিকন্তু, মুসলমানরা চাইলে বর্তমান সময়েও একে একটি চমৎকার শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। হায়! যদি মুসলমানরা এর প্রতি প্রণিধান করতো!!

এরপর ফাদাখের উদ্দেশ্যে হযরত আলী (রা.)-র একটি অভিযান রয়েছে, যা মদীনা থেকে ছয় রাতের দুরত্বে অবস্থিত ছিল। ৭ম হিজরী সনে খায়বারের যুদ্ধের সময় এই স্থানটি যুদ্ধ ছাড়াই বিজীত হয়েছিল। মহানবী (সা.)-এর কাছে সংবাদ পৌছায় যে, শত্রুরা এখানে একটি সেনাদল প্রস্তুত করছে এবং তারা খায়বরের ইহুদীদের সহায়তা করতে চায়। এই সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-র নেতৃত্বে সাহাবীদের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন, তারা দিনে লুকিয়ে থাকতো এবং রাতে ভ্রমণ করত আর এভাবে তারা ফাদাখের কাছে পৌঁছেছিল। মুসলমানরা একজন বেদুইনকে খুঁজে পায়, যে বনু সা'দের গুপ্তচর ছিল। হযরত আলী (রা.) তাকে বন্দি করেন এবং তার কাছে বনু সা'দ ও খায়বরবাসীর অবস্থা জানতে চান। প্রথমে সে অজ্ঞ এবং নির্বোধ হওয়ার ভান ধরে। যাহোক, অবশেষে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি পেয়ে সে সবকিছু বলে দেয়। মুসলমানেরা তাকে পথপ্রদর্শক বানিয়ে বনু সা'দ যে স্থানে জড়ো হয়েছিল সেদিকে অগ্রসর হয় এবং অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই অতর্কিত আক্রমণে বনু সা'দ বিভ্রান্ত হয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যায়।

পরবর্তীটি হযরত আবু বকর (রা.)-এর সারিয়্যা নামে পরিচিত। এটি মদীনা থেকে ৩৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ফাজারায় সংঘটিত হয়েছিল। লিপিবদ্ধ আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.)-র নির্দেশে মুসলমানরা বনু ফাজারাহ্‌র ওপর আক্রমণ করেন এবং বিজয়ী হয়। এরপর হুযূর (আই.) বলেন, আগামীতেও এই বর্ণনার ধারা অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

খুতবার শেষাংশে হুযূর (আই.) যেসব প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন তারা হলেন কাদিয়ানের দরবেশ তৈয়ব আলী সাহেব বাঙালী; সদর, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়া মির্জা মুহাম্মদ দীন নায সাহেব ও তুর্কিমেনিস্তান জামা'তের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আকমুরান হাইকিফ সাহেব। আর পরে তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

দরবেশ তৈয়ব আলী সাহেব ১১ই ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে ইন্তেকাল করেন إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৪২ সনে তিনি ঢাকায় বয়আত করেন। ১৯৪৫ সনে প্রথমবার কাদিয়ান জলসায় অংশগ্রগহণ করেন এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র সান্নিধ্য লাভ করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র নির্দেশনায় দেশ বিভাগের সময় ৩১৩ জন দরবেশ কাদিয়ানে অবস্থান করেন। ইনি তাদের মধ্যে সর্বশেষ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর ফলে এখন কাদিয়ানে আর কোনো দরবেশ জীবিত নেই। এবার কাদিয়ানের প্রথম জলসা যা কোনো দরবেশের অনুপস্থিতিতে হচ্ছে। হুযূর (আই.) দরবেশ তৈয়ব আলী সাহেবের বিভিন্ন ত্যাগ ও গুণাবলির কথা উল্লেখ করেন এবং কাদিয়ানের বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এরপর হুযূর মরহুম নায সাহেবের কথা বলেন, তিনিও সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। দীর্ঘদিন জামেয়ার শিক্ষক ছিলেন, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, নাযের ছিলেন এবং গত ২০১৮ সাল থেকে তিনি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, রাবওয়ার সদর হিসেবে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে গেছেন। হুযূর (আই.) তার স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন এবং জামা'তের বিভিন্ন কর্মকর্তার বরাতে তার বিভিন্ন গুণাবলি এবং জামা'ত ও খিলাফতের প্রতি তার নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন।

একইভাবে হুযূর (আই.) তুর্কিমেনিস্তানের হাইকিফ সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি তার বয়আত ও তার গুণাবলি এবং জামা'তে তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তিনি জামা'তের মূল্যবান সেবার সৌভাগ্য লাভ করেন এমনকি তিনি সে দেশের ভাষায় কুরআন অনুবাদ করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) দোয়া করেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াতদের রূহের মাগফিরাত করুন এবং তাদের সন্তানসন্ততিকে জামা'ত ও খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকার তৌফিক দিন, (আমীন)।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)